বরাবর,

চেয়ারম্যান মহোদয়
১ নং ধর্মগড় ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: রানীশংকৈল, জেলা: ঠাকুরগাঁও।

মাধ্যম

চেয়ারম্যান মহোদয়
৬ নং ভানোর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: বালিয়াডাঙ্গী, জেলা: ঠাকুরগাঁও।

বিষয় ঃ অন্যায় ভাবে আমাকে মারপিট ও ফুলা জখম করার দরুণ সুবিচারের আবেদন।

বাদীনী : মোছা: ইয়াসমিন আকতার, পিতা: মো: গিয়াস উদ্দীন, গ্রাম: কলন্দা কড়িয়া
ডাকঘর: হলদিবাড়ী হাট, উপজেলা: বালিয়াডাঙ্গী, জেলা: ঠাকুরগাঁও।

বিবাদী: ১। মো: আনিসুর রহমান, পিতা: মৃত- আব্দুল আলী, গ্রাম: জগদল, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।
২। মোছা: আনুয়ারা বেগম, স্বামী: মৃত- আব্দুল আলী, গ্রাম: জগদল, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

স্বাক্ষী: ১। মো: গিয়াস উদ্দীন, পিতা: মৃত- ঘুট্টু মোহাম্মদ, গ্রাম: কলন্দা কড়িয়া, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।
২। মো: আতাবর রহমান, পিতা: মৃত- ঘুট্টু মোহাম্মদ, গ্রাম: কলন্দা কড়িয়া, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।
৩। মো: জসিম উদ্দীন, পিতা: মৃত- দবির উদ্দীন, গ্রাম: ভাংবাড়ী, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।
৪। মো: হাফিজ উদ্দীন, পিতা: মৃত- মফিজ উদ্দীন, গ্রাম: কলন্দা কড়িয়া, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।
৫। মো: ইমলাজ উদ্দীন, পিতা: মৃত- ঘুট্টু মোহাম্মদ, গ্রাম: কলন্দা কড়িয়া, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, বিবাদীরা একদলভুক্ত, এক পরামর্শ্বকারী, লাঠিয়াল, এক ঘেয়ামী, পর সম্পদ লোভী, উৎশৃংখলকারী, আইন অমান্যকারী এবং যে কোন বে-আইনী কাজ করিতে তাহাদের মোটেই বাঁধেনা। অপরপক্ষে আমি একজন অসহায় দরিদ্র পিতার সহজ সরল ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মহিলা। ঘটনার বিবরনে প্রকাশ যে, ১ নং বিবাদী আমার স্বামী এবং ২ নং বিবাদীনী আমার শ্বাশুরী। গত ফেব্রুয়ারি/২০১৬ সালে ১ নং বিবাদী মো: আনিসুর রহমানের সহিত আমার ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক বিবাহ হয়। বিবাহের পর ৪-৫ মাস সুখে শান্তিতে ঘরসংসার করি। তারপর থেকে আমার উপর শুরু করে যৌতুকের দায়ে অমানবিক নির্যাতন ও মারপিট ফুলাজখম। নির্যাতনের মধ্যে দিয়েই আমার একটি মেয়ে সন্তান জন্ম হয়। আমার মেয়ে গর্ভে থাকা কালেও অমানুষের মত আমাকে সময় অসময় নির্যাতন করেছে। এই বিষয়ে আমার পিতা জানতে পেরে আমার স্বামীর বাড়ীতে আসে এবং আমার স্বামী/১ নং বিবাদীকে পরামর্শ্ব ও সান্তনা দেন যে, আমার মেয়ের উপর এভাবে নির্যাতন না করে সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করার জন্য। শান্তিতে সংসার করার জন্য আমার পিতা ১নং বিবাদীকে একটি নতুন বাই-সাইকেল দেন এবং আর্থিক সহযোগিতা সহ সেলিং ফেন ও আরো যাবতীয় জিনিস পত্র দেন। এর পর কিছুদিন ভাল দিন যাপন

চলমান পাতা

করি। তারপর আবার শুরু হয় যৌতুকের দায়ে কথায় অথায় সময় অসময় বিনা কারণে আমাকে মারধর করে। ২ নং বিবাদীও সময় অসময় বিনা কারণে আমার সাথে উৎশৃখল কথায় ঝগড়া করে এবং আমাকে মারধর করে। এর মধ্যে দিয়ে আমার চাচাতো ভাই আমার বাড়ীতে আমাকে দেখতে এলে ১ নং বিবাদী আমাকে বলে যে, তুমি তোমার ভাই এর সাথে তোমার পিতার বাড়ীতে চলে যাও আর কোনদিন আমার বাড়ী আর আসবে না। তখন আমি বলেছিলাম যে, আমি আমার চাচাতো ভায়ের সাথে কেন আমার পিতার বাড়ীতে চলে যাব। আমার পিতার বাড়ীতে চলে যাওয়ার জন্য আমার পিতার তোমার সাথে বিবাহ দিয়েছে একথা বলতে না বলতেই সে আমাকে মারধর করতে শুরু করে এবং বলে যে তুমি তোমার পিতার বাড়ীতে না চলে গেলে তোমাকে প্রাণে মেরে বস্তায় ঢুকিয়ে পাশের নদীতে ফেলে ভাসিয়ে দিব। একথা শুনে আমি প্রাণের ভয়ে আর থাকতে না পেরে রাতের অন্ধকারে পাটাগড়া জোতপাড়ায় আমার চাচা/৫ নং স্বাক্ষীর বাড়ীতে চলে আসি। তারপর ১ নং বিবাদী ও ২ নং বিবাদীনী আমার চাচার বাড়ী থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে। তাহারা আমার পিতা মাতা ও চাচাকে আস্বাস দেন যে আর জগড়া মারপিট করব না সুখে শান্তিতে সংসার করিব। এই আস্বাস দিয়ে আমাকে তাহাদের বাড়ীতে ফিরিয়া নিয়ে যায়। তারপর ১ নং বিবাদী প্রায় ২২ দিন পূর্বে আমার ছোট ভাই মো: হাবিবুর এর কাছে যৌতুকের টাকা চেয়েছিল। আমার ছোট ভাই তাকে যৌতুকের টাকা না দিতে পারায় ১ নং বিবাদী আমাকে মাঠে ধান বান্ধিবার বাহানায় আমাকে গুরুত্বর মারপিট ও ফুলা জখম করে। আমার মাথার চুল ধরে মাথার ডান পার্শ্বে অনেক গুলো চুল টেনে হেচরে উবরিয়ে ফেলেছে এবং পেছন দিকে এমন ভাবে ফুলা জখম ও মাথায় আঘাত করেছে এর ফলে আমার নাকে মধ্যে দিয়ে রক্ত প্রভাবিত হয় এবং আমি জ্ঞান হারায়। একথা জানতে পেরে আমার মা এবং আমার চাচী আমাকে অটো চার্জার যোগে রানীশংকৈল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করায়। অসুস্থ্য অবস্থায় আমার পিতার বাড়ীতে ২০ দিন ধরে পড়ে আছি কিন্তু বিবাদীরা আমাকে দেখতেও আসেনি এবং আমার কোন খোজ খবরও নেয় নাই। হুজুর আমি একজন দরিদ্র পিতার অসহায় মেয়ে তাই বিবাদের সহিত মোকাবেলা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় আপনার/ আইনের আশ্রয় নিলাম।

বিধায় প্রার্থনা এই যে, উপরোক্ত বিষয় সুবিবেচনা করে বিবাদীদের তলব করিয়া সু-বিচার করে দিতে জনাবের মর্জি হয়।

আবেদনকারী

(মোছা: ইয়াসমিন আকতার)